থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশ [The Pushyabhutis of Thaneswar]

● বংশ লতিকা

নরবর্ধন
↓
প্রথম রাজ্যবর্ধন
↓
আদিত্য বর্ধন
↓
প্রভাকর বর্ধন (৫৮০—৬০৫ খ্রিঃ)
↓

দ্বিতীয় রাজ্যবর্ধন (৬০৫-৬০৬ খ্রিঃ)	হর্ষবর্ধন (৬০৬—৬৪৭ খ্রিঃ)	রাজ্যশ্রী

↓
কন্যা = দ্বিতীয় ধ্রুবসেন (বলভি)
↓
চতুর্থ বীরসেন

হর্ষবর্ধন সম্পর্কে ঐতিহাসিক উপাদান [The Sources for the Study of the History of the Harsha]

সাহিত্যগত	প্রত্নতত্ত্ব
● হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্ট রচিত 'হর্ষচরিত'। ● চিনা পর্যটক হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণমূলক গ্রন্থ সি-ইউ-কি। ● হিউয়েন সাঙ-এর জীবনীগ্রন্থ।	● হর্ষের রাজত্বকালের খোদিত কয়েকটি শিলালিপিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এগুলি মধ্যে : ১। বাঁশখেরা তাম্রপট্ট (৬২৮খ্রিঃ) ২। নালন্দা শীল ৩। সোনাপৎ তাম্রপট্ট ৪। মধুবনী তাম্রপট্ট (৬৩১ খ্রিঃ) ৫। সমসাময়িক চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর আইহোল শিলালিপি বিশেষ মূল্যবান। □ এছাড়া হর্ষের মুদ্রা থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তারিখ ও সমকালীন ভারতের অবস্থাও শিল্প সম্পর্কে আভাস মেলে।

Scanned with CamScanner

○ *প্রশ্ন। হর্ষের শাসন, সাহিত্যিক ও ধর্মীয় কৃতিত্ব বর্ণনা করে তাঁর জীবনী আলোচনা কর। (Sketch the career of Harsha describing his administrative, literary and religious achievement.)*

❒ *উত্তর।* গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর উত্তর ভারতে পুনরায় রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা দেখা দেয়, এবং একাধিক আঞ্চলিক রাজ্য গড়ে ওঠে। এদের মধ্যে পুষ্যভূতি বংশের হর্ষবর্ধন সপ্তম খ্রীষ্টাব্দে কনৌজকে কেন্দ্র করে বৃহৎ সাম্রাজ্য গঠন করেন। তাঁর নেতৃত্বে উত্তর-ভারতে কিছুদিনের জন্য রাজনৈতিক ঐক্য ফিরে আসে।

● উপাদান ঃ হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল সম্পর্কে জানার জন্য তাঁর সভাকবি বাণভট্টের 'হর্ষচরিত' একটি মূল্যবান উপাদান। এছাড়া চৈনিক পর্যটক হিউয়েন সাং-এর রচনা এবং

Scanned with CamScanner

সমসাময়িক মুদ্রা ও লিপি থেকেও হর্ষের রাজত্বকাল সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। এছাড়া লামা তারানাথ রচিত 'বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস' এবং বৌদ্ধগ্রন্থ 'আর্য মঞ্জুশ্রী মূলকল্প' গ্রন্থ থেকেও নানা তথ্য পাওয়া যায়। লিপিগুলির মধ্যে *'সোনাপৎ লিপি', 'বাঁশখেরা লিপি', 'মধুবন লিপি'* ও চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর 'আইহোল শিলালিপি' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

● **সিংহাসন লাভ ঃ** হর্ষচরিত গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে থানেশ্বরের রাজা তথা হর্ষবর্ধনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যবর্ধন গৌড়রাজ শশাঙ্কের সাথে যুদ্ধকালে নিহত হন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর পর অমাত্যদের অনুরোধে হর্ষবর্ধন থানেশ্বরের সিংহাসনে বসেন (৬০৬ খ্রীঃ) চৈনিক সূত্র থেকে জানা যায়, গ্রহবর্মনের মৃত্যুর ফলে কনৌজের শূন্য সিংহাসন গ্রহণ করার জন্য ভাণ্ডির নেতৃত্বে অপরাপর অমাত্যদের অনুরোধে হর্ষ কনৌজের শাসনভারও গ্রহণ করেন। ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে *'হর্ষ-সম্বৎ'* নামে একটি অব্দের প্রচলন করেন।

● **শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা ঃ** সিংহাসনে আরোহণ করেই হর্ষবর্ধন কামরূপরাজ ভাস্করবর্মনের সাথে মিত্রতা স্থাপন করে শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শশাঙ্কের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ভাস্করবর্মন উদ্বিগ্ন ছিলেন এবং তাঁর ক্ষমতা খর্ব করার সুযোগ খুঁজছিলেন। যাই হোক, শশাঙ্কের বিরুদ্ধে অভিযানের পথে হর্ষ খবর পেলেন যে, তাঁর ভগিনী রাজ্যশ্রী কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে বিন্ধ্যপর্বতের গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেছেন। অতঃপর হর্ষ বিন্ধ্যপর্বতের দিকে অগ্রসর হন। এখানে গভীর জঙ্গলে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জনের মুহূর্তে রাজ্যশ্রীকে আবিষ্কার ও উদ্ধার করেন। ভগিনীকে উদ্ধার করে পুনরায় তিনি শশাঙ্কের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। বাণের হর্ষচরিত থেকে যুদ্ধযাত্রার কথা জানা যায়, কিন্তু যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। পণ্ডিতদের অনুমান ৬১৯-'২১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে হর্ষ শশাঙ্ককে পরাজিত করেন। এই কারণে ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দের মেদিনীপুর-লিপিতে শশাঙ্ক 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি ত্যাগ করেন। তবে *ড. মজুমদারের* মতে, ৬১৯ খ্রীষ্টাব্দের পরেও শশাঙ্কের কর্তৃত্ব বজায় ছিল। কারণ ৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে হিউয়েন সাং যখন বৌদ্ধগয়ায় আসেন, তখন তিনি জানতে পারেন যে, অতি সম্প্রতি শশাঙ্ক গয়ায় বোধিবৃক্ষটি ছেদন করেছেন। ক্ষমতাসীন না থাকলে তিনি এই কাজ করতে পারতেন না। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর (৬৩৭ খ্রীঃ) হর্ষবর্ধন মগধ ও গঞ্জাম অধিকার করেছিলেন। উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গ দখল করেন ভাস্করবর্মন। এইভাবে শশাঙ্কের রাজ্য বিভক্ত হয়ে যায়।

● **দক্ষিণ-ভারত অভিযান ঃ** উত্তর-ভারত জয়ের পর হর্ষবর্ধন দক্ষিণ-ভারতে চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। হর্ষচরিত থেকে জানা যায়, তিনি 'পঞ্চভারত' (অর্থাৎ কনৌজ, বঙ্গ, উৎকল, দ্বারভাঙ্গা ও পাঞ্জাব) থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে পুলকেশীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। কিন্তু এই যুদ্ধে পরাজিত হয়ে হর্ষ দক্ষিণ-ভারত জয়ের পরিকল্পনা ত্যাগ করেন।

● **পশ্চিম-ভারত অভিযান ঃ** পশ্চিম-ভারতে হর্ষবর্ধন সৌরাষ্ট্রের বলভী রাজ্য আক্রমণ করেন। হিউয়েন সাং-এর মতে, এই যুদ্ধে বলভীরাজ ধ্রুবসেন পরাজিত হন। তবে উভয়ের মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হয় এবং হর্ষ স্বীয় কন্যার সাথে ধ্রুবসেনের বিবাহ দেন। তবে *ড. মজুমদারের* মতে, বলভী হর্ষের বশ্যতা স্বীকার করেনি। হিউয়েন সাং-এর বিবরণ থেকে আরও জানা যায়, হর্ষ সিন্ধুদেশ, নেপাল ও কাশ্মীর অভিযান করেছিলেন।

● **সকল উত্তরাপথনাথ ঃ** হর্ষবর্ধন সমগ্র উত্তর-ভারতের সম্রাট-এ পরিণত হয়েছিলেন। তাই চালুক্য-লিপিতে তাঁকে *'সকল উত্তরাপথনাথ'* বলে অভিহিত করা হয়েছে। মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে, হিমালয় থেকে বিন্ধ্যপর্বত এবং কামরূপ থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত তাঁর রাজ্যসীমা

Scanned with CamScanner

বিস্তৃত ছিল। তাই ***R.K. Mukherjee*** বলেছেন ঃ *"With all possible reservations it cannot be doubted that Harsha achieved the proud of being the paramount sovereign of the whole of Northern India."*

● **শাসনব্যবস্থা ঃ** হর্ষবর্ধনের শাসনব্যবস্থা ছিল প্রজাহিতৈষী স্বৈরতন্ত্র। হিউয়েন সাং-এর বিবরণ থেকে জানা যায়, হর্ষ দিবসের অধিকাংশ সময় রাজকার্যে ব্যয় করতেন। তিনি প্রজাদের সাথে গণসংযোগ-রক্ষা ও তাদের অভাব-অভিযোগ জানার জন্য নিয়মিত রাজ্যপরিভ্রমণে বের হতেন। বহুসংখ্যক কর্মচারী তাঁকে শাসনকার্যে সাহায্য করত। কুমারমাত্য, উপরিক মহাসামন্ত, বিষয়পতি প্রভৃতি ছিলেন উল্লেখযোগ্য কর্মচারী। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য হর্ষ তাঁর সাম্রাজ্যকে কয়েকটি 'ভুক্তি' বা 'প্রদেশে' ভাগ করেন। প্রদেশের শাসনকর্তার উপাধি ছিল 'লোকপাল'। প্রদেশগুলি বিভক্ত ছিল জেলা বা বিষয়ে। বিষয়পতি ছিলেন রাজার জেলার প্রধান শাসক। সর্বনিম্ন শাসক-একক ছিল গ্রাম।

ভূমিরাজস্ব ছিল সরকারি আয়ের প্রধান উৎস। এতে বলা হত 'ভাগ'। ফসলের এক-ষষ্ঠাংশ 'ভাগ' দিতে হত। বাণিজ্যজনিত শুল্ককে বলা হত 'হিরণ্য'। এ ছাড়া, জরুরি অবস্থায় বাড়তি ব্যয়নির্বাহের জন্য যে অতিরিক্ত কর দিতে হত, তাকে বলা হত 'বলি'। কোন কোন ক্ষেত্রে কৃষকরা ফসলের পরিবর্তে শ্রমদান করত। হিউয়েন সাং-এর মতে, হর্ষবর্ধন রাজস্বকে নির্দিষ্ট চার ভাগে বিভক্ত করে ব্যয় করতেন, যথা—(১) রাজ্যশাসন, (২) রাজকর্মচারীদের বেতন ও ভাতা, (৩) গুণী ব্যক্তিদের ভরণপোষণ এবং (৪) বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়কে সাহায্য।

হর্ষের বিশাল সেনাবাহিনী *পদাতিক, অশ্বারোহী, রথী ও রণহস্তী*—এই চার ভাগে বিভক্ত ছিল। সাধারণ সৈন্যগণ *'চট্'* ও *'ভট্'* নামে অভিহিত হত। বৃহদশ্বর, মহাবলাধিকৃত প্রমুখ ছিলেন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারী।

হর্ষের বিচারব্যবস্থা ছিল ন্যায় ও সমতার আদর্শে পরিচালিত। ডাকাতির শাস্তি ছিল অঙ্গচ্ছেদ। এছাড়া অরণ্যে নির্বাসন, জরিমানা, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রভৃতি শাস্তি হিসেবে প্রচলিত ছিল।

● **উদার ধর্মবিশ্বাস ঃ** হর্ষের পূর্বপুরুষেরা সম্ভবত সূর্যের উপাসক ছিলেন। হর্ষ প্রথম পঁচিশ বছর ছিলেন শিবের উপাসক। সম্ভবত জীবনের শেষভাগে তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরক্ত হন। কিন্তু এজন্য তিনি সূর্য ও শিবের প্রতি কোনরূপ অশ্রদ্ধা দেখাননি। পরধর্মসহিষ্ণুতা ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। হিউয়েন সাং-এর সম্মানে তিনি কনৌজে একটি বৌদ্ধধর্ম সম্মেলন আহ্বান করেন। বিভিন্ন দেশের প্রায় কয়েক হাজার বৌদ্ধ পণ্ডিত এই সভায় যোগ দেন। এখানে বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হত।

● **প্রয়াগের মেলা ঃ** কনৌজ ধর্মসভার পর তিনি প্রয়াগের মেলায় যোগ দেন। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর এই মেলা বসত। নাবালক, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধভিক্ষু এখানে হর্ষের দান গ্রহণ করতেন। মেলায় প্রথম দিন হত বুদ্ধের উপাসনা। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন হত যথাক্রমে সূর্য ও শিবের উপাসনা। শেষদিন কেবল দান। পাঁচ বছরে রাজকোষে সঞ্চিত সমস্ত অর্থ হর্ষ এখানে দান করতেন। এমনকি পরনের বস্ত্রও তিনি দান করে সামান্য বস্ত্রে গৃহে ফিরতেন।

● **সাহিত্য চেতনা ঃ** হর্ষ স্বয়ং ছিলেন সুপণ্ডিত ও শিক্ষা-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক। তাঁর রাজসভায় বহু জ্ঞানীগুণীর সমাবেশ হত। এঁদের মধ্যে *'হর্ষচরিত'* ও *'কাদম্বরী'* প্রণেতা বাণভট্ট, ময়ূরমাতঙ্গ, দিবাকর প্রমুখ ছিলেন বিখ্যাত। হর্ষ স্বয়ং *'রত্নাবলী', 'প্রিয়দর্শিকা'* ও *'নাগনন্দা'*

Scanned with CamScanner

নামক তিনটি নাটক রচনা করেছেন। হর্ষের পৃষ্ঠপোষকতায় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় তৎকালীন ভারতের অন্যতম প্রধান শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।

Scanned with CamScanner